টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্শন সিণ্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

আধুনিক
ডিজাইনের
– বিয়ের –
কার্ড
পণ্ডিত-প্রেসে পাবেন।

৫৮-শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১১ই শ্রাবণ বুধবার, ১৩৭৮ ইং 24th July. 1971 | ১১শ সংখ্যা

ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

সিদ্ধিকালী গ্রামে ভয়াবহ ডাকাতি

কয়েকজন সাংঘাতিক আহত

গত ২৪শে জুলাই রাত্রি প্রায় ১ টায় (ইং মতে ২৫ জুলাই) রঘুনাথগঞ্জ থানাধীন সিদ্ধিকালী গ্রামের শ্রীঅরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীপার্ব্বতীচরণ চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে এক ভীষণ ডাকাতি হয়।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, দুর্বৃত্তেরা লোহার রড, কুড়াল, বোমা প্রভৃতি লইয়া প্রথমে অরবিন্দবাবুর বাড়ীর সদর দরজা ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করে এবং তাঁহার ৪র্থ পুত্র জগন্নাথকে বাঁধিয়া পর পর মাথায় লোহার রড দ্বারা আঘাত করে। ফলে তাহার মাথা ফাটিয়া যায় এবং সে সংজ্ঞা হারায়। ইহার পর তাহারা দোতালায় উঠিয়া গৃহস্বামী ও তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রকে আক্রমণ করে। বাক্স ও সিন্দুকের চাবি চাহিলে অরবিন্দবাবু তাহা সঙ্গে সঙ্গেই দেন। তৎসত্ত্বেও দুর্বৃত্তেরা তাঁহার মাথায় ও দেহের নানাস্থানে প্রচণ্ড আঘাত করে। দুর্বৃত্তেরা সিন্দুক ও বাক্স হইতে গহনা-পত্র, বাসনাদি, কাপড়-চোপড় ও নগদ টাকা, চারিটি ঘড়ি, ২টি রেডিও এমন কি নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র লইয়া চলিয়া যায়। অতঃপর তাহারা পার্ব্বতীবাবুর গৃহে চড়াও হয়। পার্ব্বতীবাবু ও অন্যান্যরা গৃহত্যাগ করিলে তাহারা তাঁহার পুত্র হরিচরণকে চরমভাবে আহত করে। সেখান হইতেও তাহারা গহনাপত্র, টাকাপয়সা প্রভৃতি লইয়া চলিয়া যায়। ডাকাতির সময় দুর্বৃত্তরা ৭।৮টি বোমা ফাটায়। দুর্বৃত্তদের সংখ্যা আনুমানিক ৪৫ হইতে ৫০ জন। থানায় খবর দিলে ও, সি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। পুলিশ তদন্ত করিতেছে।

নৃশংস হত্যা

আমাদের পত্রিকার কপি প্রেসে যাওয়ার সময় সংবাদ পাওয়া গেল, আজ ২৮শে জুলাই সকাল ৯টা নাগাদ বেলাইপাড়া গ্রামের আবদুল হককে মাঠের মধ্যে আক্রমণ করিয়া হত্যা করে। তাঁহার দেহ হইতে মুণ্ড পৃথক করিয়া দেওয়া হয় বলিয়া প্রকাশ। উল্লিখিত আবদুল হক একটা মামলায় এখানে কিছুদিন টাউন জামিনে ছিলেন।

জঙ্গিপুর পৌর এলাকায় ১৪৪ ধারা জারী

গত ২৩শে জুলাই থেকে ৩০ দিনের জন্য জঙ্গিপুরের মহকুমা-শাসক জঙ্গিপুর পৌর এলাকার মধ্যে ১৪৪ ধারা জারী করেছেন। সন্ধ্যা ৬টা থেকে পরদিন সকাল ৬টা পর্যন্ত ১৪৪ ধারা বলবৎ থাকবে। পাঁচজন বা তার অধিক ব্যক্তি কোন প্রকাশ্য স্থানে সভা সমিতি বা কোন প্রকার হামলা করতে পারবেন না। আইন অমান্যকারিগণ দণ্ডনীয় হবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১১ই শ্রাবণ বুধবার সন ১৩৭৮ সাল।

॥ পূর্ব্বে ও পশ্চিমে ॥

পূর্ব ও পশ্চিমের মিলনের সম্ভাবনা কতটুকু? দিগন্তের ব্যাপারে বলিতে পারেন আদৌ না। তবে ঐ যে মহাজন-বাক্য 'ঈস্ট্ ইজ্ ঈস্ট্, ওয়েষ্ট্ ইজ্ ওয়েষ্ট্.........' এখন অচল হইল। কারণ পূর্বের চীন আর পশ্চিমের মার্কিণমুলুক পরস্পর গাঁটছড়া বাঁধিতে চলিয়াছেন।

মার্কিণ প্রেসিডেন্ট নিকসনের আগামী চীন সফরকে কেন্দ্র করিয়া বিশ্ব-ভাবনা—সুদীর্ঘ বাইশ বৎসরের লৌহ-যবনিকা এইবার বুঝি সরিয়া যাইবে। মার্কিণ-চীন অসম্প্রীতি এমন দৃঢ়মূল হইয়াছিল যে, কম্যুনিষ্ট চীন কোন দিন যে ধনতন্ত্রী আমেরিকার সহিত সৌহার্দের বন্ধনে ধরা দিবেন, তাহা অকল্পনীয়। নিকসনদূত কিসিংগারের দৌত্য আজ টেবিল টেনিসের বলকে দুই পক্ষের ব্যাটে যুগপৎ আটকাইয়া দিয়াছে। কিসিংগারের মাধ্যমে চীনের প্রধান মন্ত্রী চৌ এন লাই মার্কিণ প্রেসিডেন্ট নিকসনকে চীন সফরের আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন। প্রেসিডেন্ট নিকসন তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা হইবে তাঁহার শান্তি-যাত্রা।

বিশ্বরাজনীতির মঞ্চে চীনকে অপাংক্তেয় করিয়া রাখা হইয়াছিল। অবশ্য চীনের তাহাতে কিছু যায় আসে নাই। তাহার অগ্রগতি রুদ্ধ হইয়া ছিল না। তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া চীন পারমাণবিক শক্তিরও অধিকারী হইয়াছে। বৃটেন ইচ্ছা করিয়া চীনের সহিত বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিল যে সময় মার্কিন-চীন মুখ দেখাদেখি বন্ধ ছিল। আমেরিকার যে আশুলাভ তাহা ভিয়েতনামের দিক দিয়া বিবেচ্য। আর তাহাতে বিশ্ব-রাজনীতিতে মার্কিণ সরকারের পরাজয় বৈকি। আবার কাঞ্চনকৌলীন্যের কল্যাণে চীনকে কাবেজে রাখিলে রাশিয়া ছাড়া তাহার আর কেহ প্রবল প্রতিপক্ষ রহিবে না। চীন-সোভিয়েট সম্পর্ক এখন মধুর নয়; তাই এই মৈত্রী চীনকে ভবিষ্যতের জন্য নিশ্চিন্ত করিতে পারে।

তবে সম্ভাব্য চীন-মার্কিন মৈত্রী বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনাকে কতদূর ঠেকাইয়া রাখিবে জানি না। চীন-সোভিয়েট তিক্ততা তথা রুশ-মার্কিণ মন কষাকষি যুদ্ধের ইন্ধন জোগাইবে কিনা, তাহাও বলা যায় না। কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিমের রাজনীতির খেলায় আপাতত পূর্বেরই জয় দেখা যাইতেছে।

॥ চীন পরিদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে ॥

শ্রীএম, সি, চাগলা ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী থাকাকালীন একবার বলিয়া-ছিলেন যে, ভারতের উচিত চীনের সঙ্গে তাহার সীমানা বিরোধ মিটাইয়া ফেলা। আজ একথা আর একবার নূতনভাবে মনে করার একটা হেতু হইয়াছে।

মার্কিণ প্রেসিডেন্ট নিকসনের আগামী চীন পরিদর্শনের ব্যাপারে বিশ্বের তাবৎ ছোট-বড় রাষ্ট্রে নানারূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার পরি-প্রেক্ষিতে প্রত্যেক রাষ্ট্রই আপন আপন পররাষ্ট্রনীতিকে হয়ত খুঁটিয়া খুঁটিয়া যাচাই করিয়া লইতেছে। এই অবস্থায় ভারতের পররাষ্ট্রনীতিতে কি পরিবর্তন হইতে পারে, তাহা এখনও স্পষ্ট নয়। কারণ মার্কিণ প্রেসিডেন্টের এই চীন পরিদর্শনকে ভারত প্রথম দিকে নিকসনের প্রেসিডেন্ট পদে পুনর্বহাল হওয়ার ভূমিকা বলিয়া মনে করিয়াছিল। কারণ, ভিয়েতনামের ব্যাপারে মার্কিণ সরকার যে নাজেহাল হইয়াছেন, তাহা মার্কিনী জনগণ ভাল চক্ষে দেখেন না এবং ইহার দরুণ প্রেসিডেন্ট নিকসনের উপর তাঁহাদের আস্থা কমিয়া যাওয়া স্বাভাবিক। তাই নিকসনের চীন পরিদর্শন ভিয়েতনাম সমস্যার হয়ত একটা সুরাহা আনিয়া দিতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ চীন-মার্কিণ মৈত্রী গড়িয়া উঠিলে সমগ্র এশিয়ায় উভয় দেশের প্রভাব অব্যাহত রহিবে। মার্কিনী ডলারের কল্যাণে অন্যান্য পশ্চিমী রাষ্ট্র-সমূহের প্রভাবকে বিনষ্ট করা যাইবে। বিশেষ করিয়া রুশ প্রভাবে আমেরিকা কোন দিন ভালভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই, আজও পারে না। পারে নাই বলিয়া দুই বৎসর আগে হইতেই নানাভাবে চীন-মার্কিণ বোঝাপড়া চলে। যদিও রাশিয়া আমেরিকার সহিত সম্পর্ক অনেকটা সহজ করার নানা কার্যকরী পন্থা ইতোপূর্বে অবলম্বন করিয়াছিল, তবু আগামী দিনের সম্ভাব্য চীন-মার্কিন প্রীতি স্থাপনের আয়োজন তাহাকে বিস্মিত না করিয়া পারে নাই। পিকিং সরকারের রুশপ্রীতি আর নাই। ভারত সম্ভবতঃ মনে করে যে, প্রেসিডেন্ট নিকসনের চীন পরিদর্শনের ঘোষণা মস্কোকে বেশ চিন্তায় ফেলিয়াছে। ভবিষ্যতে চীন-মার্কিণ জোট রাশিয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে। অপরপক্ষে এশিয়াকে এই দুই দেশের অধীনে রাখার জন্য উভয় রাষ্ট্র যদি প্রচেষ্টা চালায়, তবে তাহার জন্য ভারতের ভাবিবার অবকাশ নিশ্চয়ই আছে।

তবে কি 'ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়'? চীন বহু আগেই ত আপন প্রয়োজনে আমেরিকার সহিত একটা সম্পর্ক স্থাপনের ইঙ্গিত দিয়াছিল। তৎসত্ত্বেও কেহ যদি মনে করিয়া থাকেন যে চীন-ওয়াশিংটন শত্রুতা চিরকেলে ব্যাপার হইয়া রহিবে, তবে তিনি ভুল করিয়াছেন। চীন আক্রমণের সময় ভারতের ভাগ্যে মার্কিনী মদত কিছুটা মিলিয়াছিল। মস্কো একদা আমাদের সাহায্য করে। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই পাকিস্তান মার্কিনী সৌহার্দ এবং রুশী বন্ধুত্ব লাভ করিয়াছে। তাহাতেও ভারতের পক্ষ হইতে পররাষ্ট্রনীতির রদবদল করার কোন চেষ্টা ছিল না। পাকিস্তান ও চীন—এই দুটি ভারতের পক্ষে একটা মাথাব্যথা। আন্তর্জাতিক দরবারে অনেকেই ইহা মনে করেন। চীনা ড্রাগন পাকিস্তানকে এ যাবৎ রুশী ও মার্কিনী শক্তিতে বলীয়ান ও স্পর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছে।

ভারত কি ভাবিতেছে যে পাকিস্তানের সঙ্গে তাহার সম্পর্কের অবনতি ঘটিলে চীন পাকিস্তানের পক্ষে যাইবে না? চীন-ভারত মনকষাকষি বহু আগেই অবসিত হইত। পাকিস্তান চীনের নিকট হইতে যাহা লাভ করিয়াছে,

তাহা পাইত না। পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক অবনতি ঘটিলে ভারতের পক্ষে কে আগাইয়া আসিবে? আমেরিকা? চীন? রাশিয়া? এখন এই অবস্থায় কোন সদুত্তর পাওয়া সুকঠিন বিশেষতঃ তৃতীয়টির ক্ষেত্রে।

বাস-ধর্ম্মঘট আপাততঃ স্থগিত সমস্ত দাবী পূরণ না হলে ২রা আগষ্ট থেকে আবার ধর্ম্মঘট

জঙ্গিপুর সাবডিভিসনাল মোটর ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সম্পাদক শ্রীঅচিন্ত্য সিংহ জানাইতেছেন,………………গত ২১শে জুলাই অনুষ্ঠিত শ্রমিক-মালিক বৈঠকে ১৫ই জুনের দাবী-পত্রের কিছু দাবী মালিকরা মেনে নেওয়ার এবং আগামী ৩০শে জুলাই শ্রমদপ্তর কর্ত্তৃক আহূত বৈঠক ও সর্বোপরি মুর্শিদাবাদ বাস মালিক সমিতির পুনর্বার বাকী দাবীগুলি সংশ্লিষ্ট মালিকগণ কর্ত্তৃক মানিয়ে নেওয়ার আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের ইউনিয়ন ২২শে জুলাই সকাল থেকে বাস-ধর্মঘট প্রত্যাহার করেছে। কিন্তু এখনও গণপতি বাস সার্ভিসের সঙ্গে বিরোধগুলির ফয়শালা হয় নি, ফয়শালা হয় নি বোনাস প্রশ্নের।

আমরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করতে চাই যতক্ষণ পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র দাস সহ অন্যান্য শ্রমিকদের উপর থেকে ডিসচার্জ ও সাসপেনসন নির্দেশ সর্তহীন-ভাবে প্রত্যাহার না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ ফয়শালার কোন আশা নেই। আমরা ঘোষণা করতে চাই—৩০।৭।৭১ এর বৈঠকে যদি দাবীগুলির মীমাংসা না হয়, শ্রমিকরা বাধ্য হবে ২রা আগষ্ট '৭১ থেকে আবার ধর্মঘটে যেতে।

কয়েকজন বাস-মালিকদের জন্য যাত্রীদের বার বার দুর্ভোগ ভোগ করতে হবে এ চলতে পারে না। যাত্রীদের কাছে আমরা অনুরোধ করবো ঐক্যবদ্ধ হয়ে মালিকদের উপরে চাপ সৃষ্টি করে জিজ্ঞাসা করুন—বাস বার বার বন্ধ হয় কেন? আমাদের তরফ থেকে আমাদের বক্তব্য—যে কোন সময়, যে কোন জায়গায় রাখতে প্রস্তুত আছি।

রঘুনাথগঞ্জে হরতাল

বালিঘাটার ওয়্যারলেস অপারেটার শ্রীসুবোধ-রঞ্জন ঘোষের পুত্র অমলকৃষ্ণ ঘোষের মৃত্যুতে গত ২২শে জুলাই রঘুনাথগঞ্জ শহরে ২৪ ঘণ্টা ব্যাপী হরতাল পালিত হয়। বৃহস্পতিবার বলিয়া অধিকাংশ দোকান বন্ধ ছিল। বাস ধর্মঘট চলিতে ছিল। রিক্সা চলাচল করে নাই। কোর্ট-কাছারি এবং অন্যান্য অফিসপত্র খুলিবার পর বন্ধ হইয়া যায়।

স্কুলে অগ্নিসংযোগ

গত ২৬শে জুলাই বেলা প্রায় ১২টা নাগাদ জিয়াগঞ্জ রাজা বিজয় সিং বিদ্যামন্দিরে এবং জিয়াগঞ্জ উ, মা, বালিকা বিদ্যালয়ের অফিস কক্ষে অজ্ঞাত পরিচয় যুবকদের দুইটি দল পেট্রল ঢালিয়া একই সময়ে অগ্নিসংযোগ করে। ফলে উভয় স্থানের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে। খবরে জানা যায়, তখন বিদ্যালয়-কার্য চলিতেছিল।

নির্দোষ বোমা-বিস্ফোরণ

গত ২৩শে জুলাই রাত্রি প্রায় সাড়ে এগারোটার সময় রঘুনাথগঞ্জ চাউলপটির তেমাথায় একটি বোমা-বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দে অনেকে চমকাইয়া যায়। কেহ হতাহত হয় নাই বা বোমাফাটার জায়গাটির কোন ক্ষতি হয় নাই।

ভাগীরথী নদীর জল বিপদসীমা অতিক্রম করায় এখানে সকলকে বন্যার আক্রমণের জন্য সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

জঙ্গিপুর সংবাদ

বার্ষিক মূল্য সডাক ৪·০০ চারি টাকা, শহরে ৩·০০ তিন টাকা, প্রতি সংখ্যা দশ পয়সা।

ধান চুরি

গত ২৭শে জুলাই রঘুনাথগঞ্জ থানার নূতনগঞ্জ গ্রামের শ্যামাপদ সাহার বাড়ী থেকে পাঁচ ছয় শো টাকার ধান চুরি হয়। থানায় জানালে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করতে গিয়ে উক্ত গ্রামের জারমান সেখ ও সাদেমান সেখকে সন্দেহ করে। তাদের বাড়ী খানাতল্লাসী করে কয়েক বস্তা চোরাই ধান পাওয়া যায়। তাদের দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। বর্ত্তমানে তারা হাজতে।

শেষ সংবাদ

২৮শে জুলাই জঙ্গিপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীশৈলেন্দ্র-রঞ্জন নাথ যখন স্কুল থেকে বিকেলের দিকে বাড়ী ফিরছিলেন সেই সময় জঙ্গিপুর মহাবীরতলার কাছে শ্রীগোপাললাল সিংহ নেশা করে তাঁকে অশালীন ভাষায় গালাগালি দেয় ও মারধোর করে শেষে কিছুক্ষণ আটক করে রাখে। কিন্তু দুঃখের বিষয় উক্ত ঘটনার সময় ঘটনাস্থলের আশেপাশে বহু লোক উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও কেহ কোনরূপ প্রতিরোধ করে নি।

NOTICE

Applications are invited for grant of permanent stage carriage permit on the following routes

1. Berhampore to Bamnabad — One permit
2. Nimtita to Pakur — One permit

The application should be made in prescribed forms available in the office of the R. T. A., Murshidabad, on the production of a copy of chalan showing payment of Rs. 10/- (Rupees ten) only in the local State Bank of India as application fee.

The applications accompanied with the said copy of chalan and 9 declaration (available in the said office) will be received by the undersigned up to 16. 8. 71

Sd/- P. K. Bhattacharyya.
15. 7. 71 Secretary, R. T. A, Murshidabad.

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84-B

ডাবর আমলা কেশ তৈল

কেশ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে ও ঘন কৃষ্ণ কেশোদ্গমে সহায়তা করে

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসীলিঃ ও সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—**শ্রীননীগোপাল সেন**, কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বিজ্ঞান দিবস পালনের আহ্বান

জঙ্গিপুর মহকুমা বিজ্ঞান পরিষদ আগামী ২রা আগষ্ট সর্বজন শ্রদ্ধেয় বৈজ্ঞানিক আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্মদিন। ঐ দিন বিজ্ঞান পরিষদের তরফ থেকে "বিজ্ঞান দিবস" পালনের আহ্বান জানানো হচ্ছে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের জন্মতিথিতে বিজ্ঞান পরিষদ একটি সাধারণ সভার আয়োজন করেছেন। আগামী ২রা আগষ্ট বেলা পাঁচটায় জঙ্গিপুর পৌরসভা ভবনে. উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় বিভিন্ন শিক্ষাব্রতী, ছাত্র ও শিক্ষক বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে নিজের বক্তব্য রাখবেন। জঙ্গিপুর মহকুমা বিজ্ঞান পরিষদের পরবর্ত্তী কর্মসূচী সম্পর্কেও উক্ত সভায় আলোচনা হবে।

ইতিমধ্যে ১৮ই এবং ২৫শে জুলাই দুটি আলোচনাচক্রের মাধ্যমে বিজ্ঞান পরিষদ তাদের বিজ্ঞান মেলার কাজকে অনেকটা এগিয়ে নিয়ে গেছেন। জনসাধারণের কাছে বিজ্ঞান পরিষদের তরফ থেকে অনুরোধ, তাঁরা যেন উক্ত দিনটিকে বিজ্ঞান দিবস হিসেবে পালন করেন এবং বিজ্ঞান পরিষদের জয়যাত্রাকে অব্যাহত রাখেন।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ৯ই আগষ্ট, ১৯৭১

১৪/৭০ মনি ডিঃ ধরমচাঁদ সেরাওগী দেঃ সাজাহান বিশ্বাস দাবি ৬৩৬-৩৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে হরিপুর ৪২ শঃ মধ্যে ২১ শতকের হারাহারি খাজনা ৬২ পয়সা আঃ ১৫০৲ খং ৯৩ ২নং লাট থানা ঐ মৌজে জলশুকা ৮৭ শঃ মধ্যে ৬৬ শতকের হারাহারি খাজনা ১৵৩ আঃ ৫০০৲ খং ১৮৬ রায়তী স্থিতিবান।

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুল ও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

• ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
• স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
• যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

জঙ্গিপুর সংবাদের ক্রোড়পত্র
১১ই শ্রাবণ, ১৩৭৮ সাল।

ছড়া পূরণ প্রতিযোগিতা

গত ২৫শে জুলাই মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের সহায়তায় গোরাবাজারস্থিত মুক্তিভবনে এক ছড়াপূরণ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলেন স্থানীয় শিশু সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ''কলতান''। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষালয় থেকে প্রায় ষাটজন শিশু ও কিশোর এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। এক লাইন করে ছড়া লিখে দেওয়া হ'লে প্রতিযোগীরা বানিয়ে ছড়াগুলি সম্পূর্ণ করে। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক রেজাউল করিম। বিচারকদের মধ্যে ছিলেন শ্রীতপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীরবীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। রচনার গুণ অনুসারে দশটী পুরস্কার দেওয়া হয় ও প্রথম স্থান অধিকার করে শ্রীমতী মিতা বিশ্বাস। এ ছাড়াও প্রচুর সান্ত্বনা পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছিলেন কর্তৃপক্ষ।

সভাপতি ও বিচারকেরা তাঁদের ভাষণে কলতান কার্য্যসূচী ও প্রতিযোগিতার অভিনবত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন। জেলা তথ্য ও জনসংযোগ আধিকারিক শ্রীঅরুণকুমার মজুমদারের অনুপ্রেরণায় ও স্থানীয় শিশু ও কিশোরদের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় অনুষ্ঠানটী সুন্দর সার্থকতা লাভ করে।

ভয় দেখিয়ে টাকা গয়না আদায়

গত ২১শে জুলাই রাত্রিতে রঘুনাথগঞ্জ থানার বহড়া গ্রামের কাশীনাথ সরকারের বাড়ীতে দশ বার জন অপরিচিত লোক প্রবেশ করে ভয় দেখায় ও মারধোর করে কিছু নগদ টাকা, গয়নাপত্র কাপড়-চোপড় নিয়ে চম্পট দেয়। এ ব্যাপারে কেহ গ্রেপ্তার হয় নি। পুলিশী তদন্ত চলছে।

বজ্রাঘাতে মৃত্যু

গত ২৪শে জুলাই বেলা প্রায় দুইটার সময় সাগরদীঘি থানার হরিরামপুর গ্রামের কানাই ঘোষের সতের বৎসর বয়স্ক পুত্র পুকুরে স্নান করিবার সময় বজ্রাহত হয়। পুকুর পার্শ্বে একটি তালগাছে বাজটি পড়ে। ইহাতেই তাহার 'শক্' লাগে। স্থানীয় ডাক্তারকে ডাকা হয়। পরে তাহাকে জঙ্গিপুর সদর হাসপাতালে আনা হয়। সেখানে তাহার মৃত্যু ঘটে।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।